বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

www.ppa.gov.bd

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	নাম	পৃষ্ঠা নম্বর
০১.	চেয়ারম্যান মহোদয়ের বার্তা	০৩
০২.	পায়রা বন্দরের পটভূমি	০৪
০৩	বন্দরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০৫
০৪	পায়রা বন্দরের ভিশন ও মিশন	০৫
০৫	প্রধান কার্যাবলি	০৫
০৬	বোর্ড চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ	০৬
০৭	অর্গানোগ্রাম	০৭
০৮	পায়রা বন্দরের বিভাগের পরিচিতি	০৯-১০
০৯	২০২১-২০২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন	১১
১০	কার্গো ও শিপ হ্যান্ডলিং পরিসংখ্যান	১২
১১	প্রকল্প/স্কিমের পরিচিতি	১৪
১২	উদ্ভাবনী উদ্যোগ	১৫
১৩	বাজেট	১৫
১৪	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	১৬
১৫	সম্ভাবনা	১৬

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বার্তা

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ১৯ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর হিসেবে পায়রা বন্দর আত্মপ্রকাশ করে। ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বন্দরে সীমিত পরিসরে অপারেশনাল কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন সূচিত হয়। প্রতিনিয়ত অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অদ্যাবধি ২০৫৩ টি বাণিজ্যিক এবং ৬৫০ টি লাইটারেজ জাহাজের লোডিং-আনলোডিং সম্পন্ন করা হয়েছে, যা দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি-রপ্তানি চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে বন্দরটির অসীম সক্ষমতার পূর্বাভাস প্রদান করে।

দেশের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি দক্ষিণাঞ্চলেরর মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে পায়রা বন্দর অভূতপূর্ব অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার বন্দরটির উন্নয়নে ০৪টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। "পায়রা বন্দরের প্রথম টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ" প্রকল্পটি ২০২৩ সাল নাগাদ সম্পন্ন করে বন্দরের পূর্ণ অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করাই আমাদের বর্তমান মূল লক্ষ্য। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বন্দরটি অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বে একটি 'রোল মডেল' বন্দরে পরিঘন হবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করি।
আমি দৃঢ়চিত্তে বলতে পারি, বন্দরের অত্যন্ত নিবেদিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বন্দরের সকল অংশীজনদের সার্বিক সহায়তায় পায়রা বন্দর তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হবে- যা আমাদের সকলের জন্য হবে আরও বেশি মহিমান্বিত এবং গৌরবের।

সর্বোপরি, পায়রা বন্দরের উন্নয়নে সক্রিয় সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়সহ সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়, দপ্তর, বন্দরের সকল অক্লান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বন্দর ব্যবহারকারীসহ সকলের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল, বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পায়রা বন্দরের পটভূমি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ২০১২ সালে দেশে তৃতীয় সমুদ্র বন্দর নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ বিষয়ে IWM (International Water Modeling) একটি প্রাথমিক সমীক্ষা পরিচালনা করে ইতিবাচক মতামত প্রদান করে। অত:পর চট্টগ্রাম বন্দর হতে ৫০ কোটি টাকা অস্থায়ী ঋণ গ্রহণ করে পটুয়াখালী জেলায় কলাপাড়া উপজেলার আন্দারমানিক নদীর পশ্চিম তীরে ১৬ একর জায়গা অধিগ্রহণ করে একটি সার্ভিস ইয়ার্ডসহ ন্যূনতম বন্দর অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বন্দর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেপ্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে পটুয়াখালী জেলার রাবনাবাদ চ্যানেলে পায়রা বন্দর নামে দেশের ৩য় সমুদ্র বন্দরের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে পায়রা বন্দর প্রকল্পটিকে Fast Track Project হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বন্দরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(ক) সংস্থাঃ পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

(খ) ঠিকানাঃ

স্থায়ী কার্যালয়ঃ পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী

লিয়াজোঁ অফিসঃ আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

(গ) টেলিফোন ও ফ্যাক্সঃ +৮৮০৯৬১০২০২২২২

(ঘ) ই-মেইলঃ payraport@ppa.gov.bd, payraport@yahoo.com

(ঙ) ওয়েবসাইটঃ www.ppa.gov.bd

পায়রা বন্দরের ভিশন ও মিশন

(ক) ভিশনঃ

২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বের মধ্যে একটি প্রযুক্তিগতভাবে অত্যাধুনিক, বাণিজ্যিকভাবে লাভবান এবং সর্বোচ্চরূপে ব্যবসাবান্ধব, নিরাপদ ও স্মার্ট বন্দর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা।

(খ) মিশনঃ

ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ন করার জন্য বন্দরের মিশনসমূহ-

- কাস্টমারদেরকে সর্বোচ্চ সার্ভিস ডেলিভারি প্রদান;
- বন্দরের অপারেটিং খরচ সাশ্রয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন;
- রেগুলেটর হিসেবে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও অনমনীয়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন;
- সর্বোচ্চ পরিবেশবান্ধব উপায়ে অপারেশন পরিচালনা এবং এক্ষেত্রে (Zero Environ mental Footprint) অর্জন।

প্রধান কার্যাবলি

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন- ২০১৩ এর ধারা ১১ অনুযায়ী পায়রা বন্দরের কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

৫.১. বন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ;

৫.২. বন্দর সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের সেবা ও সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রবেশ পথ (approach) চিহ্নিত করণ, সংরক্ষণসহ যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫.৩. বন্দরের মধ্যে সকল ধরণের জাহাজ চলাচল, নোঙ্গর করানো ও এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ;

৫.৪. এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বন্দরের কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা।

বোর্ড চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল, ওএসপি, এনইউপি, পিপিএম, পিএসসি, বিএন
চেয়ারম্যান

কমান্ডার (অবঃ) এম রফিউল হাসাইন, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন
সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

কমডোর রাজীব ত্রিপুরা, (ই), এনডিসি, পিএসসি, বিএন
সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন)

কমডোর এম মামুনূর রশীদ, (ট্যাজ) বিসিজিএমএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন
সদস্য হারবার ও মেরিন

সুলেখা রানী বসু
অতিরিক্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়
খন্ডকালীন সদস্য, পাবক বোর্ড

এ কে এম টিপু সুলতান
অতিরিক্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
খন্ডকালীন সদস্য, পাবক বোর্ড

জনাব খালেদা আখতার
যুগ্নসচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
খন্ডকালীন সদস্য, পাবক বোর্ড

বন্দরের অর্গানোগ্রাম

- চেয়ারম্যান
  - সদস্য (হারবার এন্ড মেরিন)
    - পরিচালক (মেরিন এন্ড কনজারভেন্সি)
    - চীফ হাইড্রোগ্রাফার
  - সদস্য (প্রশাসক ও অর্থ)
    - পরিচালক (প্রশাসন)
    - পরিজালক (হিসাব)
    - পরিচালক (অডিট)
    - পরিচালক (অর্থ)
    - পরিচালক (এমআইএস)
    - চীফ মেডিকেল অফিসার
  - সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন
    - প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল)
    - প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
    - প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
    - পরিচালক (এস্টেট)
    - পরিচালক স্টোরস)
  - পরিচালক (ট্রাফিক)
  - পরিচালক (নিরাপত্তা)
  - পরিচালক (সাচিবিক)
  - পরিচালক (পরিকল্পনা)

পায়রা বন্দরের বিভাগ পরিচিতি

পায়রা বন্দরের সার্বিক কার্যক্রম নিম্নলিখিত ১৭ টি বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

৮.১. প্রশাসন বিভাগঃ

বিভাগীয় প্রধান ঃ কাজী ফারুক আহমেদ (উপসচিব)
পদবী ঃ পরিচালক (প্রশাসন)

৮.২. ট্রাফিক বিভাগঃ

বিভাগীয় প্রধান ঃ মোঃ আতিকুল ইসলাম (উপসচিব)
পদবী ঃ পরিচালক (ট্রাফিক)

৮.৩. সাচিবিক বিভাগঃ

বিভাগীয় প্রধান ঃ মোঃ সোহরাব হোসেন (উপসচিব)
পদবী ঃ সচিব

৮.৪. নিরাপত্তা বিভাগঃ

বিভাগীয় প্রধান ঃ কমান্ডার এম রফিউল হাসাইন, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন
পদবী ঃ পরিচালক (নিরাপত্তা), অতিরিক্ত দায়িত্ব

৮.৫. হাইড্রোগ্রাফি বিভাগঃ

বিভাগীয় প্রধান ঃ কমান্ডার মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান খান, বিএন
পদবী ঃ চিফ হাইড্রোগ্রাফার

৮.৬. পুরকৌশল বিভাগঃ

বিভাগীয় প্রধান ঃ মোঃ নাসির উদ্দিন
পদবী ঃ প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল), চলতি দায়িত্ব

৮.৭. মেরিন ও কনজারভেন্সি বিভাগঃ

বিভাগীয় প্রধান ঃ ক্যাপ্টেন এস. এম. শরিফুর রহমান
পদবী ঃ হারবার মাস্টার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও ডক মাস্টার

৮.৮. পরিকল্পনা বিভাগঃ

উপবিভাগীয় প্রধানঃ মোহাম্মাদ আলী
পদবী ঃ যুগ্ম পরিকল্পনা প্রধান, অতিরিক্ত দায়িত্ব ও সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্রোগ্রামিং এন্ড এ্যাপ্রাইজাল)

৮.৯. এমাইএস বিভাগঃ

উপবিভাগীয় প্রধান	ঃ	মোহাম্মদ ছোয়াদরুল আমিন
পদবী	ঃ	উপ-পরিচালক (প্রোগ্রামার), এমআইএস

৮.১০. এস্টেট বিভাগঃ

উপবিভাগীয় প্রধান	ঃ	মাহমুদুল হাসান
পদবী	ঃ	সহকারী পরিচালক (এস্টেট)

৮.১১. অর্থ বিভাগঃ

উপবিভাগীয় প্রধান	ঃ	এস. এম শাহাদাৎ হোসেন
পদবী	ঃ	উপ-পরিচালক (বাজেট)

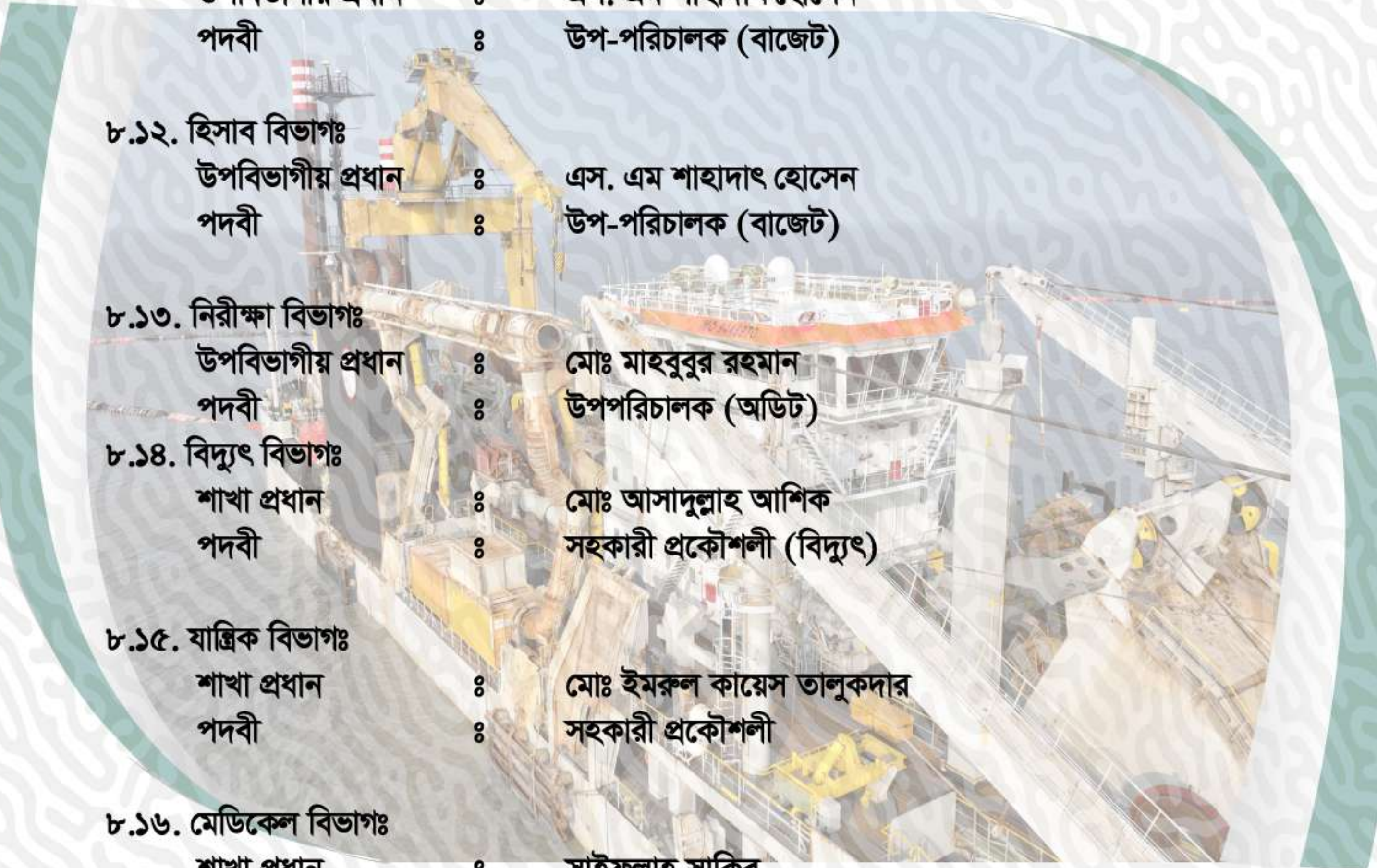

৮.১২. হিসাব বিভাগঃ

উপবিভাগীয় প্রধান	ঃ	এস. এম শাহাদাৎ হোসেন
পদবী	ঃ	উপ-পরিচালক (বাজেট)

৮.১৩. নিরীক্ষা বিভাগঃ

উপবিভাগীয় প্রধান	ঃ	মোঃ মাহবুবুর রহমান
পদবী	ঃ	উপপরিচালক (অডিট)

৮.১৪. বিদ্যুৎ বিভাগঃ

শাখা প্রধান	ঃ	মোঃ আসাদুল্লাহ আশিক
পদবী	ঃ	সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)

৮.১৫. যান্ত্রিক বিভাগঃ

শাখা প্রধান	ঃ	মোঃ ইমরুল কায়েস তালুকদার
পদবী	ঃ	সহকারী প্রকৌশলী

৮.১৬. মেডিকেল বিভাগঃ

শাখা প্রধান	ঃ	সাইফুল্লাহ সাকিব
পদবী	ঃ	ফার্মাসিস্ট

৮.১৭. ভাণ্ডার বিভাগঃ

কার্যক্রম শুরু হয়নি।

২০২১- ২০২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

দেশের অভ্যন্তরে পণ্য পরিবহণের জন্য নৌপথ চিহ্নিত করে ফেয়ারওয়ে ও মুরিং বয়া স্থাপন, যোগাযোগের জন্য Very High Frequency (VHF) বেইজ ষ্টেশনসহ যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং কাস্টমস ও শিপিং সুবিধাদি চালু করা হয়। একইসাথে 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব পোর্টস এন্ড হারবার' এর চাহিদা মোতাবেক বন্দরের চ্যানেল ও বহিঃনোঙ্গরের নিরাপত্তার জন্য International Ship and Port Facility Security (ISPS) কোড বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ হতে ইউএন লোকেটর কোড বরাদ্দ নেয়া হয়। পায়রা বন্দরটি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান HR Wallingford কর্তৃক Feasibility Studz সম্পন্ন করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন অনুযায়ী বন্দরের সকল কার্যক্রমকে ১৯টি কম্পোনেন্টে বিভাজন করা হয়। তন্মধ্যে ১২টি কম্পোনেন্ট নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও ৭টি কম্পোনেন্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী বন্দরটি পূর্ণাঙ্গরূপে গড়ে তোলার কাজ চলমান রয়েছে।

এর ধারাবাহিকতায় "পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/ সুবিধাদির উন্নয়ন" (DISF) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৩,৮৯৫.০৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ, ৪ লেন বিশিষ্ট ৫.২২৩ কিলোমিটার শেখ হাসিনা সংযোগ সড়ক নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ নৌরুটে ড্রেজিং, আমদানীকৃত পণ্য সংরক্ষণের জন্য ১ লক্ষ বর্গফুট এরিয়া বিশিষ্ট একটি ওয়্যারহাউজ নির্মাণ , ৬ তলা বিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক ভবন এবং বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭টি জাহাজ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। একইসাথে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ৩,৪২৩ টি বাড়ি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, যার মধ্যে গত ৬ই মে, ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৫০০ পরিবারকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নির্মিত বাড়ির চাবি হস্তান্তর করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ১৭২৬টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে বাড়ির চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ৪,২০০ জন সদস্যের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

রাজস্ব বাজেটের আওতায় লাইটারেজ জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের জন্য বন্দরে ৮০ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি জেটি নির্মাণ, ৩০ (ত্রিশ) টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি মোবাইল হাইড্রোলিক ক্রেন, ৫০ (পঞ্চাশ) টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি টার্মিনাল ট্রাক্টর (ট্রেইলারসহ) সংগ্রহ এবং নেদারল্যান্ড এর বিশ্বখ্যাত জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান Damen হতে বন্দরের জন্য একটি অত্যাধুনিক টাগবোট ক্রয় করা হয়েছে। একই সাথে অফিসার ও স্টাফদের আবাসন নিশ্চিতকরণের জন্য ৫-তলা বিশিষ্ট তিনটি ভবন নির্মাণ, বন্দর ব্যবহারকারীদের অফিস, ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ৫-তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস বিল্ডিং ও কমার্শিয়াল ভবন নির্মাণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি মেডিকেল সেন্টার ও পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কার্গো ও শিপ হ্যান্ডলিং পরিসংখ্যান

মাস	জাহাজের সংখ্যা	মেট্রিক টন (MT)
জুলাই	০৭	১৫৯,৪০৩
আগস্ট	০৫	১১৩,০৫৫
সেপ্টেম্বর	০৬	১৫১,৩২০
অক্টোবর	০৫	১২৪,৭০২
নভেম্বর	০৪	১১৭,৬৩০
ডিসেম্বর	০৪	১৮৪,৮০০
জানুয়ারি	০২	৯২,৪০০
ফেব্রুয়ারি	০৪	১৫৭,৬০০
মার্চ	০৯	১৮৫,৩০৭
এপ্রিল	০৮	১৮৫,০৯৬
মে	০৯	২২৮,৪৮৯
জুন	০৯	২১২,৪৭২
মোট	৭২	১,৯১২,২৭৪

দেশি জাহাজ

মাস	জাহাজের সংখ্যা	মেট্রিক টন (MT)
জুলাই	০৭	৩,৬২৫
আগস্ট	২৩	৩৬,৬৩২
সেপ্টেম্বর	২৮	৩১,০৬৫
অক্টোবর	১৫	৭,৬৬৮
নভেম্বর	১৯	২০,৪১২
ডিসেম্বর	৩১	২১,৯৬৮
জানুয়ারি	২২	১৪,৮৭০
ফেব্রুয়ারি	৭১	৫৫,৬৫৩
মার্চ	৪৯	২৭,৮১০
এপ্রিল	১১	২১,০৫৩
মে	৩৯	৬৮,৪৩৪
জুন	৩৫	২৫,০৯২
মোট	৩৫০	৩৩৪,৫৮২

DIOGO CÃO

প্রকল্প/স্কিমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

১১.১ (ক) প্রকল্পের শিরোনামঃ পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১। পায়রা বন্দরের ন্যূনতম অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সীমিত আকারে বন্দরের কার্যক্রম চালু করণ এবং একটি আধুনিক সমুদ্র বন্দর গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ;

২। জাতীয় মহাসড়ক এন-৮ এর সাথে পায়রা বন্দরের যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ৫.২২৩ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ এবং

৩। আউটার বার ও নদী পথে চিহ্নিত বারগুলোর প্রয়োজনীয় ড্রেজিং- এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল ও কন্টেইনার পরিবহণ নিশ্চিত করা।

(গ) বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ প্রায় ৮৮.০০ শতাংশ।

১১.২ (ক) প্রকল্পের শিরোনামঃ পায়রা বন্দরের প্রথম টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১। পায়রা বন্দরের মধ্য-মেয়াদী কার্যক্রম আরম্ভ করা এবং অন্যান্য বেসরকারি টার্মিনালসহ অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা প্রদান করা;

২। পরিকল্পিত ও প্রত্যাশিত আয়তনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাহাজ বার্থিং, কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা নিশ্চিতকরণ;

৩। জাহাজসমূহের পণ্য-সামগ্রী খালাস, বোঝাই এবং স্থল পরিবহন চেইনের সাথে সংযুক্তকরণ;

৪। উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ, স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

৫। দেশীয়/বৈদেশিক মূদ্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে প্রত্যাশিত অবদান নিশ্চিতকরণ।

(গ) বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ প্রায় ৫২.০০ শতাংশ।

১১.৩ (ক) প্রকল্পের শিরোনামঃ পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১। কয়লাভিত্তিক পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে কয়লাবাহী জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করা।

২। রাবনাবাদ চ্যানেলের নাব্যতা (-৬.৩ মিঃ সিডি) রক্ষণাবেক্ষণ করা।

(গ) বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ শতভাগ বাস্তবায়িত।

১১.৪ (ক) স্কিমের নামঃ পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং

(খ) স্কিমের উদ্দেশ্যঃ

১। পায়রা বন্দরে ৭৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের, ১০০-১২৫ মিঃ প্রস্থের ও -১০.৫ মিঃ সিদি গভীরতাসম্পন্ন একটি চ্যানেল খনন করার মাধ্যমে বন্দরে ২০০ মিঃ দৈর্ঘ্য, ৩০ মিঃ প্রস্থ ও ১০.৫ মিঃ ড্রাফটবিশিষ্ট ৪০,০০০ ডিডব্লিউটি বহন ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজের যাতায়াত নিশ্চিত করা।

২। পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি করা।

(গ) বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ বাস্তবায়নাধীন।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ

১২.১. ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ৪,২০০ জন সদস্যকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ এবং উক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিবারসমূহের তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটাবেইজ সফটওয়ার তৈরি করা হয়েছে।

১২.২. পায়রা বন্দরে জাহাজ চলাচলের সুবিধার্থে বিদ্যমান বয়া চিহ্নিতকরণ এবং জাহাজ সমূহের গতিবিধি ও মাইলেজ পর্যবেক্ষণের জন্য ২৬টি GPS Tracking evice লাগানো হয়েছে।

বাজেট

ক্রমিক	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ (আবর্তন ব্যয়)	মোট বাজেট সবরাদ্দ ২০২১-২২	প্রকৃত ব্যয়	মন্তব্য
১	৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা	৫৪০.০০	৪৭২.২০	-
২	৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৪৪৪.৮০	৩৮৩	-
৩	৩৬৩১১০৩	পণ্য সেবা বাবদ সহায়তা	২,৭৪১.০০	২,১৪৮.৫৬	-
৪	৩৬৩১১০৭	বিশেষ অনুদান	-	-	-
৫	৩৬৩১১০৮	গবেষণা অনুদান	০.৫০	০.২৫	-
৬	৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান	২০০.১০	-	-
(ক) উপমোট-আবর্তক অনুদান			৩,৯২৬.৪০	৩,০০৪.৭৭	-
৭	৩৬৩২১০২	যন্ত্রপাতি অনুদান	১,১৩৩.৬০	১,১৩১.১০	-
৮	৩৬৩২১০৩	যানবাহন অনুদান	৩.০০	০.০২	-
৯	৩৬৩২১০৪	ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ অনুদান	৪,৫০০.৫০	৪,৫০০.৫০০	-
১০	৩৬৩২১০৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	২৭৭.৫০	২৭২.৫৫	-
১১	৩৬৩২১০৬	অন্যান্য অনুদান	২৮.০০	২৮.০০	-
		(খ) উপমোট-মুলধন অনুদান	৫,৯৪২.৬০	৫,৯৩৫.১৭	
		সর্বমোট	৯,৮৬৯.০০	৮,৯৩৬.৯৪	

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

পায়রা বন্দরের মধ্যমেয়াদী কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্দরের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

১৪.১. ২ (দুই) কিলোমিটার দীর্ঘ জেটিসহ কন্টেইনার টার্মিনাল-১ (ট্রান্সশীপমেন্ট কন্টেইনার টার্মিনাল) নির্মাণ করা।

১৪.২. আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ জাহাজের (১৪.৫ মিঃ ড্রাফ্‌ট × ৪৪ মিঃ বীম) জন্য ২ কিলোমিটার দীর্ঘ জেটিসহ কন্টেইনার টার্মিনাল-২ নির্মাণ করা।

১৪.৩. অফশোর টার্মিনাল/ সাপ্লাই বেস নির্মাণ করা।

১৪.৪. কোর পোর্ট ইনফ্রাস্ট্র্যাকচার নির্মাণ করা।

১৪.৫. বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিধসসহ যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে বন্দর এলাকা রক্ষার জন্য আনুমানিক ১২.০০ (বারো) কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণের জন্য Riparian Liabilities তৈরি করা।

১৪.৬. Housing, Education & Health facilities তৈরি করা।

পায়রা বন্দরের সম্ভাবনা

পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পূর্ণরূপে শুরু হলে-

১৫.১. দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তৃতীয় অর্থনৈতিক করিডোর প্রতিষ্ঠা পাবে।

১৫.২. দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

১৫.৩. দেশের আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।

১৫.৪. দেশের জিডিপি প্রায় ১.২% হারে বৃদ্ধি পাবে।

১৫.৫. পায়রা বন্দর আঞ্চলিক হাব হিসেবে পরিণত হবে।

১৫.৬. নেপাল, ভুটান এবং ভারতের সাথে নৌ-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। নেপাল ও ভুটান পায়রা বন্দর ব্যবহার করে সহজেই পণ্য আনা নেওয়া করতে পারবে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।

পায়রা বন্দরের মূল গেইট

পায়রা বন্দরের প্রশাসনিক ভবন

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়